দৈনিক ইনকিলাব 088

02 APR 1987
তারিখ
পৃষ্ঠা ...5... কলাম ...3...

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

শিক্ষাঙ্গন

বোর্ডের বইয়ে ভুল ঃ দায়িত্ব কার ?

বোর্ডের প্রাথমিক শ্রেণীর বইতে অসংখ্য ভুল। আর এই ভুলের খবর বেরিয়েছে সংবাদপত্রে। বছরের পর বছর একই ভুলের পুনরাবৃত্তি হচ্ছে।

কখনো কখনো ভুল শোধরাতে গিয়ে আবার নতুন ভুল সংযোজিত হচ্ছে। আর এই ভুলের সাগরে হাবুডুবু খাচ্ছে কচি ছেলেমেয়েরা।

শুধু কি প্রাথমিক পর্যায়ের ? মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক এমনকি উচ্চতর শিক্ষা ক্ষেত্রেও কি আমরা শিক্ষার্থীদের নানা ভুল থেকে শুরু করে ভুল বাক্য গঠন-পদ্ধতি এবং ভুল তথ্য যদি সরবরাহ করা হয় তাহলে পরবর্তীকালে তা শিশুর জন্য মারাত্মক ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। ভুলের আবর্ত থেকে তাদের বেরিয়ে আসতে সত্যিই কষ্টসাধ্য ব্যাপার হবে। প্রাথমিক পর্যায়ে বইয়ের এই ভুল শিক্ষার শুরুতেই বিপর্যয় আনবে। বানান ও বাক্য গঠনে অশুদ্ধ পদ্ধতির সাথে শিশু মনের যে পরিচয় ঘটবে তা থেকে পরিত্রাণ কি সহজেই ঘটবে ? দেশে যাদের মোটামুটি প্রতিষ্ঠা রয়েছে, শিক্ষা ক্ষেত্রে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে, বিশেষ করে শিশু মনের বিচিত্র সব ধারা সম্পর্কে যাদের সম্যক জ্ঞান রয়েছে— তাদের দিয়েই এ ধরনের বই লেখার কথা। কিন্তু তা কি সত্যি হয় ? তাছাড়া শুধু লেখাই শেষ কথা নয়। বিশেষজ্ঞ যারা লেখা সম্পাদনা করার দায়িত্বে নিয়োজিত তাদের সম্পাদনার ফাঁক-ফোকড় গলিয়ে হয়তো এক আধটা ভুল-ত্রুটি থেকে যেতে পারে। পরবর্তী সংস্করণে সে সব ভুল-ত্রুটি বিজ্ঞজনদের চোখে ধরা পড়বার কথা। কিন্তু তা সত্ত্বেও এত বেশী ভুল কি করে শিশু-কিশোরদের পাঠ্য-পুস্তকে বার বার থেকে যেতে পারে তা আমাদের উপলব্ধিতে আসে না। তাই এ ধরনের বই রচনা-সম্পাদনা সম্পর্কে যে ধারণা এতদিন পোষণ করা হচ্ছিল, তা এতদিনে ভুল প্রমাণিত হলো। যারা রচনা ও সম্পাদনার সাথে জড়িত তারা কি আদৌ সে সব গুণাবলীর অধিকারী নন ? অথবা সর্বগুণে গুণান্বিত এই ব্যক্তিরা শিশুদের পাঠ্য বই রচনার ব্যাপারে সতর্ক নন।

যে কোনটিই সত্য হোক না কেন, তবুও প্রতি বছর অসংখ্য ছাত্র-ছাত্রী তাদের অজ্ঞানতা অথবা অসতর্কতার ফলে ভুল-ভ্রান্তির অথৈ পানিতে ডুবে যাচ্ছে। এদের উদ্ধার করার দায়িত্ব নিয়ে এবার গুণিজনদের একটু এগিয়ে আসা দরকার।

—মোজহারুল হক বাবুল